১ম অধ্যায়

বিষয় সমাজতত্ত্ব
(Sociology as an academic discipline)

১.১ সাধারণ পরিচিতি (General Introduction) ঃ

'Man is social' বা 'মানুষ সামাজিক জীব'—গ্রিক দার্শনিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের এই উক্তির সূত্র ধরেই বলা যায়, মানুষ প্রথম থেকেই শুধুমাত্র জৈবিক তাড়নায় নয়, তার সহজাত প্রবৃত্তির ফলেই যুথবদ্ধ হয়ে বাস করে থাকে। এই যুথবদ্ধতাই তাকে সামাজিক প্রাণী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। তার এই সামাজিক চরিত্রের কারণেই তাকে সুসংগঠিত পরস্পর-সম্পর্কিত ব্যক্তিপুঞ্জ বা সমাজ গড়ে তুলতে হয় এবং সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ বজায় রেখে বসবাস করতে হয়। মানবজীবনে কোনো ব্যক্তি সমাজ ছাড়া বসবাস করতে পারে না, সে ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেও সে অন্যের সাথে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার সামাজিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। সমাজের মধ্যেই সে জন্মগ্রহণ করে, তার দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি ঘটায়, আবার সমাজের মধ্যে থেকেই তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে কোনো না কোনো সামাজিক পরিমণ্ডলে বাস করে থাকে। সমাজ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোনো মানুষই 'মানুষ' থাকতে পারে না। এটি যেমন অকল্পনীয়, তেমনি অসম্ভবও।

মানুষের এই সমাজবদ্ধতা, তার সমাজ ও নানাপ্রকার সামাজিক সম্পর্ককে ঘিরে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা গড়ে উঠেছে। মানুষের সামাজিক চরিত্র, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে চিন্তা ভাবনা থাকলেও, সেই অনুসন্ধান কখনোই শুধুমাত্র সমাজকে নিয়ে হয়নি। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ধারার এক-একটি দিক নিয়ে করা সেই অনুসন্ধান থেকে জন্মলাভ করে ইতিহাস, অর্থবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা প্রভৃতির মতো সামাজিক বিজ্ঞান, যেগুলি সমাজ জীবনের এক একটি বিষয় বা অংশকে তুলে ধরে। কাজেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে এমন একটি বিষয়ের যা মানবসমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণের একটি সামগ্রিক ছবি আঁকতে পারবে। সম্পূর্ণ সমাজের সামগ্রিক পরিচয়বাহী, স্বতন্ত্র এই নূতন বিষয়টিই হল **সমাজতত্ত্ব** বা Sociology.

সমাজতত্ত্ব একটি নবীন সামাজিক বিজ্ঞান। বলা হয়, *"Sociology has a long past but a short history"*—কারণ সমাজ সম্পর্কে আলোচনার বীজ অনেক আগে থেকে প্রোথিত থাকলেও, সমাজতত্ত্ব বা Sociology শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন—ফরাসি চিন্তানায়ক অগাস্ট কোঁত তাঁর *Positive Philosophy* গ্রন্থে। সময়টা ছিল ১৮৩৯ সাল। তবে তাঁরও অনেক পরে বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন প্রথম শুরু হয় আমেরিকায় ১৮৭৬ সালে। তারপর একে একে বিষয় হিসাবে এর পঠন-পাঠন শুরু হয় ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সে, ১৯০৭ সালে ব্রিটেনে, ১৯২৫ সালে মিশর ও মেক্সিকোতে। ভারতে এর পঠন-পাঠন শুরু হয় প্রথমে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৪ সালে। স্বভাবতই দেখা যাচ্ছে যে,

সমাজতত্ত্বের জন্ম খুব বেশি দিন আগে নয়। অধ্যাপক বটোমর তাঁর 'Sociology' গ্রন্থে বলেছিলেন যে, 'সমাজতত্ত্ব একটি আধুনিক বিজ্ঞান, যার বয়স এক শতাব্দীর বেশি নয়।' বলা হয়ে থাকে যে, সমাজতত্ত্ব সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে কনিষ্ঠতম। ১৯৫২ সালে নৃতত্ত্বের প্রথম সারির পণ্ডিত র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন মন্তব্য করেছিলেন, "মানব সমাজের এই বিজ্ঞান আজও শৈশবের শুরুতে রয়েছে।"

১.২ সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা (Definition of Sociology) ঃ

'সমাজতত্ত্ব'-এর নামটি অগাস্ট কোঁত প্রথম ব্যবহার করলেও তাঁর দেওয়া নামের এই বীজটি চারাগাছে পরিণত হয়েছিল আরও তিনজন সমাজতত্ত্ববিদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। এঁরা হলেন ইংলণ্ডের গবেষক হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০—১৯০৩), ফরাসি চিন্তাবিদ্ এমিল ডুরখেইম (১৮৫৮—১৯১৭) ও জার্মান দার্শনিক ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪—১৯২০)। প্রথমদিকে এঁরা এই বিষয়টির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদানে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এই চারজনকে একত্রে বলা হয় 'সমাজতত্ত্বের পথপ্রদর্শক (pioneers)' বা 'সমাজতত্ত্বের জনক' **(Founding fathers of sociology)**।

সমাজতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল **Sociology.** এই শব্দটি ল্যাটিন শব্দ **'Socius'** এবং গ্রিক শব্দ **'logos'**—এই দুটি শব্দের মিলনে তৈরি। **'Socius'** শব্দটির অর্থ **'সমাজ' (Companion or associate)** ও **'logos'** কথাটির অর্থ **'জ্ঞান' (Study or Science).** অতএব, **Sociology** কথাটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল **সমাজসম্পর্কিত জ্ঞান** বা **Science of society.**

সমাজতত্ত্বের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ সত্যিই দুঃসহ। সমাজতত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু হল সমাজ ; আবার সেই সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তিকে নিয়ে। ফলে ব্যক্তি ও তার সমাজকে কেন্দ্র করে যতরকমের আলোচনা করা যেতে পারে, তার প্রত্যেকটি থেকেই উঠে আসবে এক একটি সংজ্ঞা। বাস্তবিকই, সমাজতত্ত্ব কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদের দেওয়া বিভিন্ন সংজ্ঞা উঠে আসবে। অথচ কোনো সংজ্ঞাটিই সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক নয়, কারণ সমাজতত্ত্ববিদেরা তাদের সংজ্ঞা প্রদানের সময় প্রায়ই একটি বা দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। তাই বলা হয়—There are as many definitions of sociology as there are sociologists.

যাইহোক, বেশ কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি দেখলে আমরা সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবো—

❑ **অগাস্ট কোঁত ঃ** Sociology as the science of social phenomena "subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation."

❑ **ম্যাক্স ওয়েবার ঃ** "Sociology is the science which attempts the interpretative understanding of social action in order to arrive at a causal explanation of its course and effects."

❑ এমিল ডুরখেইম ঃ সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান (Science of social institutions.)

❑ **এল. টি. হবহাউস** ঃ সমগ্র মানবজীবনই সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু।

❑ **স্মল** ঃ সমাজতত্ত্ব সামাজিক সম্পর্ক সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Science of social relations).

❑ **ডেভিড ড্রেসলার** ঃ সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড ড্রেসলার তাঁর Sociology : The Study of Human Interaction শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন—"Sociology is the scientific study of human interaction." অর্থাৎ মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে, সামাজিক প্রবৃত্তির তাগিদে পরস্পরের সাথে নানামুখী আন্তঃক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এই আন্তঃক্রিয়া গড়ে তোলে সামাজিক সম্পর্ক ও সংহতি, তাই সমাজের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে ড্রেসলার মানবিক মিথস্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

❑ **হ্যারি. এম. জনসন** ঃ সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের বৈজ্ঞানিক আলোচনা (Sociology is the science that deals with social groups.)

❑ **অগবার্ন ও নিমকফ্** ঃ সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক জীবন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

❑ **মরিস জিনস্‌বার্গ** ঃ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের কারণে তাদের যা কিছু ঘটে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। সমাজতত্ত্ব সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সামগ্রিক সমন্বয়কারী দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে।

❑ **কিম্বল ইয়ং ও রেমণ্ড. ডব্লিউ. ম্যাক** ঃ সমাজতত্ত্ব হল মানব জীবনের সামাজিক দিকগুলির বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

❑ **ভন উইজে** ঃ সমাজতত্ত্ব আন্তঃমানবিক সম্পর্ক ও আচরণের বিজ্ঞান।

❑ **অধ্যাপক গিডিংস** ঃ এটি মানুষের মানসিক সংযোগের বিজ্ঞান। এটি বিশেষভাবে কার্যকারণ সম্পর্কিত সামাজিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

❑ **কিংসলে ডেভিস** ঃ সমাজ কিভাবে তার ঐক্য, সংহতি ও তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ও কিভাবে তা পরিবর্তন হয়, সমাজতত্ত্বে তাই আলোচিত হয়।

❑ **কোভালেভস্কী** ঃ সমাজবিজ্ঞানী কোভালেভস্কী মনে করেন—সমাজতত্ত্ব সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক পরিবর্তনের বিজ্ঞান (Science of social organisation and social change). মানুষ তার নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সংগঠন। এগুলির সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অর্থাৎ সমাজ হল সামাজিক সংগঠনে সমন্বিত রূপ এবং সমাজতত্ত্ব তারই বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।

❑ **জি. অসিপভ (G. Osipov)** ঃ Sociology is concerned with the origin, development and disappearance of various social forms.

❑ **ম্যাকাইভার ও পেজ** ঃ "Sociology alone studies social relationship themselves. society itself." —এই সংজ্ঞায় সামাজিক সম্পর্ককে মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

❑ **অ্যালেক্স ইংকেলেস** ঃ Sociology is the study of systems of social action & of their inter-relations.

❑ **মার্শাল জোন্স** ঃ Sociology is the study of man-in-relationship-to-men.

❑ **পার্ক ও বার্জেস** ঃ সমাজতত্ত্ব সমষ্টিগত আচরণের বিজ্ঞান।

❑ **আবনন্ড গ্রীন :** সমাজতত্ত্ব হল মানুষের সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের সংশ্লেষীকরণ ও সামান্যীকরণের বিজ্ঞান (Systhesizing & generalizing science.)

বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলিকে একত্রিত করে সামগ্রিকভাবে আমরা মনে করতে পারি সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা ব্যক্তি ও সমাজ; মানুষের সাথে মানুষের নানাবিধ সামাজি সম্পর্ক; সামাজিক আচার-আচরণ-ক্রিয়াকলাপ; সামাজিক কাঠামো ও সংগঠনস সামাজিক প্রতিষ্ঠান; সামাজিক নিয়ন্ত্রণ; সামাজিক পরিবর্তন—এককথায় যাবতীয় সামাজি বিষয়াদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে, তাকেই বলা হয় সমাজতত্ত্ব।

ব্যক্তি ও সমাজ—এই দুটি বিষয়ই হল সমাজতত্ত্বের মূল বিষয়। মানব সমাজের যাবতী খুঁটিনাটি বিষয়াদির সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও অধ্যয়নই সমাজতত্ত্বে মুখ্য উপজীব্য। তাই যথার্থ এটি **Science of society**। তাছাড়া অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানগুলি সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা সমাজের খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে, কিন্তু সমাজতত্ত্ব এই অসম্পূর্ণতাকে দূর ক সমাজের সামগ্রিক রূপটি প্রকাশ করে। তাই অগাস্ট কোঁতের ভাষায় বলা যায়, সমাজতত্ত্ব হ **"সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের রানি বা Queen of social sciences."**

১.৩ সমাজতত্ত্বের স্বরূপ (Nature of Sociology) :

সমাজতত্ত্ব তার আলোচনাক্ষেত্রের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ—এই দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দে কখনো কখনো, সমাজের মধ্যে "ব্যক্তি", আবার ব্যক্তির মধ্যে "সমাজকে" অপেক্ষাকৃ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের স্বরূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে তা নিম্নরূপ :

১। সমাজতত্ত্ব মানবসমাজ ও সংস্কৃতিকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে থাকে

২। সমাজতত্ত্ব সামাজিক সম্পর্কসমূহকে বেশি গুরুত্ব দেয় কারণ সামাজিক সম্পর্কসমূহ হল সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মূল বিষয়।

৩। সমাজতত্ত্ব সমাজজীবনের মূল এককগুলি, যেমন—ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, গোষ্ঠী, জনসম্প্রদা সংঘ-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

৪। সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানসমূহে কাঠামো, কার্যাবলি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

৫। সমাজতত্ত্ব সমাজ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে আলোচনা করে। অস্তি নেই বা কোনোকালে ছিল না, এমন বিষয় সমাজতত্ত্বে স্থান পায় না। উদাহরণ হিসা বলা যায়, সমাজতত্ত্ব মানুষের ধর্মাচরণ নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব আ কিনা, এ সম্পর্কে আলোচনা করে না।

৬। সমাজতত্ত্ব সমাজের সামগ্রিক বিষয়াদি আলোচনার সময় বিশেষ বিষয়গুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আলোচনা করে থাকে। ফলস্বরূপ, সমাজতত্ত্বের অগণিত শাখার উৎপত্তি হয়েছে

৭। সাম্প্রতিক কালে সমাজতত্ত্বের **ফলিত সমাজতত্ত্ব** বা **Applied sociology** শাখা সামাজিক সমস্যাদির কার্যকারণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি এগুলি দূর করার জন্য সামাজি পরিকল্পনা তৈরিতে সহযোগিতা করে থাকে ও সমাজ কল্যাণে বিশেষ কার্যকরী ভূমি পালন করে থাকে।

রবার্ট বেয়ারস্টেড (Robert Bierstedt) তাঁর **"The Social Order"** গ্রন্থে সমাজতত্ত্বের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। এগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে আরও পরিচিতি লাভ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

১। সমাজতত্ত্ব একটি স্বাধীন বিষয় ঃ

উৎপত্তিগত ভাবে সমাজতত্ত্ব নবীন হলেও, এটি অন্য কোনো সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। বরং বলা যায়, অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলি সমাজতত্ত্বের শাখা স্বরূপ। একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রের নিজস্ব পরিসর, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিসমূহ রয়েছে।

২। এটি একটি সামাজিক বিজ্ঞান ঃ

সমাজতত্ত্ব সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করলেও এই বিষয়টি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের সমগোত্রীয় নয়। সমাজতত্ত্ব মানুষ, তার সামাজিক আচার-আচরণ, সামাজিক জীবন— এককথায়, সামাজিক জগৎ বা Social universe নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবারভুক্ত হওয়ার কারণে এর সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সাথে গভীর সংযোগ-সম্পর্ক বর্তমান। অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি পদার্থ জগৎ নিয়ে আলোচনা করে।

৩। সমাজতত্ত্ব একটি মূল্যমান নিরপেক্ষ আলোচনা ঃ

সমাজতত্ত্বের বিকাশের প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে, সমাজতত্ত্বকে একটি মূল্যমান নিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোঁত, ডুরখেইম, স্পেনসার, ওয়েবার থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদগণ যথেষ্ট সচেষ্ট। সমাজকে সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হলে, সমাজতত্ত্বকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে কোন্‌টা ভালো বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায়, উচিত বা অনুচিত প্রভৃতির বোধ থাকলে সেই আলোচনা পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে পড়ে। সমাজতত্ত্বের আলোচনা হওয়া উচিত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সমাজতত্ত্ববিদের ব্যক্তিগত মতামত বা মূল্যবোধ সংক্রান্ত অভিমতকে প্রশ্রয় না দিয়ে।

৪। সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঃ

অন্যান্য বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মতো, সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে সঠিকভাবে জ্ঞান আহরণ করা। সেই জ্ঞান কতটা বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হল কি, হলনা তা দেখা সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য নয়। তাই এটিকে অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (pure science) হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বিয়ারস্টেড পদার্থবিদ্যা, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্বকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং হিসাববিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রকে ফলিত বিজ্ঞান বলে উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য প্রতিটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মতো এর একটি ফলিত দিক (Applied) রয়েছে। এই ফলিত দিকটি সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে সমাজতত্ত্ববিদরাও আলোচ্য শাস্ত্রের এই ব্যাবহারিক প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অতএব বলা যায়, সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সমাজসম্পর্কে জ্ঞান আহরণ; অন্যদিকে এই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকে সমাজকর্ম (social work), জনপ্রশাসন (Public administration), ফলিত সমাজতত্ত্ব (Applied sociology)-র মতো অন্যান্য বিষয়গুলি।

৫। সমাজতত্ত্ব একটি বস্তুনিরপেক্ষ (Abstract) বিষয় ঃ

সমাজতত্ত্ব ভাবমূলক বা বিমূর্তবিজ্ঞান, বস্তুগত বা ধরাছোঁয়া যায়, এমন বিজ্ঞান নয়। সমাজবিজ্ঞান যেসব বিষয় নিয়ে আবর্তিত, তার কোনোটাই বস্তুবাচক নয়, সবই বিমূর্ত প্রত্যয়। সমাজতত্ত্ব সামাজিক ঘটনাবলির বাস্তবতা বা প্রয়োগের দিক নিয়ে যতটা না আগ্রহী তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী উক্ত ঘটনার রীতি, প্রকৃতি (Form, pattern etc.) প্রভৃতি সম্পর্কে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সমাজতত্ত্ব কোনো বিশেষ যুদ্ধ নিয়ে আগ্রহী নয়, তা যুদ্ধকে সামাজিক দ্বন্দ্বের একটি বিশেষ রূপ হিসাবে মনে করে আলোচনা করে। অনুরূপভাবে সমাজতত্ত্ব বিশেষ কোনো সমাজ বা সংঘ বা প্রতিষ্ঠানকে আলোচনা না করে, সামগ্রিকভাবে এগুলিকে বিশ্লেষণ করে থাকে।

৬। সমাজতত্ত্ব সামান্যীকরণের বিজ্ঞান (Generalising Science) :

সমাজতত্ত্ব সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের নানাবিধ আচার-আচরণ, তাদের ধরন-প্রকৃতি, সংঘ গোষ্ঠী প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণ কিছু নিয়ম তৈরি করে থাকে। মানব প্রকৃতি, মানবিক সম্পর্ক সমূহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার হলেও এর মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। এই অভিন্নতার সূত্র ধরেই সমাজতত্ত্ব সামান্যীকরণ বা সাধারণ শ্রেণিভুক্তিকরণের দিকে এগিয়ে যায়।

৭। সমাজতত্ত্ব একটি সাধারণ (General) সামাজিক বিজ্ঞান, বিশেষ (Special) সামাজিক বিজ্ঞান নয় ঃ

সমাজতত্ত্ব হল এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে যাবতীয় আলোচনা করে থাকে। অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানগুলি সমাজ জীবনের এক একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে, তাই এগুলি সমাজ সম্পর্কে খণ্ডিত অংশগুলিই তুলে ধরে। সমাজতত্ত্বই হল একমাত্র বিষয়—যা এই অসম্পূর্ণতাকে দূর করে আলোচনার সামগ্রিকতা প্রদান করে থাকে।

৮। সমাজতত্ত্ব একটি যুক্তিনির্ভর (Rational) ও প্রায়োগিক (Empirical) বিষয় :

সমাজতত্ত্ব সমাজজীবন ও সামাজিক ঘটনাবলি সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। কল্পনাপ্রসূত বা অবাস্তব বিষয় এতে স্থান পায়না। এছাড়া, সমাজতত্ত্ব একই প্রকার সামাজিক ঘটনাবলির কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে তার থেকে একটি সাধারণ তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। এ জাতীয় সিদ্ধান্তগুলি অনুরূপ অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই দুটি কারণে সমাজতত্ত্বকে একটি যুক্তিনির্ভর ও প্রায়োগিক বিষয় বলা হয়।

বস্তুত, সমাজতত্ত্বের মূল পরিচয় হচ্ছে— এটি মানবসমাজকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। সমাজসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে ধারণ করে। সমাজতত্ত্ব যতটা প্রায়োগিক, তার থেকে অনেক বেশি তাত্ত্বিক; সমাজ বিমূর্ত, তাই তার সম্পর্কে আলোচনাও বিমূর্ত বিজ্ঞান। সমাজের বিমূর্ত ও পরিবর্তনশীল বিষয়সমূহকে বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের ধর্ম। সমাজের নিত্যনূতন বিষয়সমূহকে ধারণ করা এর মূল বৈশিষ্ট্য। সমাজকে যুগোপযোগী এবং মানবকল্যাণমুখী করার নিরন্তর প্রয়াস সমাজতত্ত্বে লক্ষ্য করা যায়।

১.৪ সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি (Scientific Character of Sociology) :

সমাজতত্ত্ব 'বিজ্ঞান' কিনা—এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা অগাস্ট কোঁত তাঁর এই সৃষ্টিটির প্রথমে নাম দিয়েছিলেন 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' বা **'Social Physics'**। তাছাড়া তিনি একে 'সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের রানি' বা **'Queen of social sciences'** আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একে বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা। কোঁতের মতোই অন্য যাঁরা সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলার পক্ষপাতী, সেই সকল সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ হলেন—**গিডিংস, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (ইনি নৃতাত্ত্বিকও বটে), কিংসলে ডেভিস, টম বটোমর, এমিল দুরখেইম** প্রমুখ। অন্যদিকে **ম্যাক্স ওয়েবার** সহ অন্যান্যরা একে বিজ্ঞান বলতে রাজি নন। এভাবে দেখা যায়, সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির প্রশ্নে অর্থাৎ একে বিজ্ঞান বলা যাবে কিনা এ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য। "সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান কি"?—এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র **'হ্যাঁ'** কি **'না'** দিয়ে বরং এটি কতখানি বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বহন করে, সেটি বিচার করা সুবিচারার্থে অত্যন্ত আবশ্যক।

সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি জানবার আগে বিজ্ঞান কাকে বলে তা জানা আবশ্যক। বিজ্ঞান হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি সমস্যা সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হয় এবং ঐ জ্ঞান থেকে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব বা সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। **রবসনের** মতে, যে কোনো সুসংবদ্ধ অথবা শিক্ষাদানযোগ্য জ্ঞান (any organised or teachable body of knowledge) কে বিজ্ঞান বলা হয়। সমাজতত্ত্ববিদ্ **অগবার্ন** সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান আখ্যা দিয়ে বিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—(ক) সংশ্লিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডারের বিশ্বাসযোগ্যতা (The reliability of its body of knowledge) (খ) এর কাঠামো (its organisation) (গ) এর গবেষণা পদ্ধতি (its method). বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আতিকুর রহমান তাঁর "সমাজ গবেষণা" গ্রন্থে বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন, তা হলো—

(ক) বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সমষ্টি।
(খ) বিজ্ঞান প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।
(গ) তত্ত্বগঠন ও উন্নয়নই বিজ্ঞানের প্রাথমিক লক্ষ্য।
(ঘ) বিজ্ঞান মানুষের সমস্যা সমাধানের যৌক্তিক হাতিয়ার।
(ঙ) বিজ্ঞান গতিশীল, যৌক্তিক, বাস্তব ও নিরপেক্ষ।
(চ) বিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য মানবকল্যাণ সাধন।
(ছ) বিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

অধ্যাপক **জিসবার্ট** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ছয়টি স্তর উল্লেখ করেছেন যেগুলি কোনো বিজ্ঞানের আলোচনায় অনুসৃত হয়ে থাকে। এগুলি হল—(ক) সমস্যা নির্ধারণ, (খ) পর্যবেক্ষণ বা প্রত্যক্ষীকরণ, (গ) ঘটনাসমূহের প্রকৃতি নিরূপণ ও শ্রেণিবিভাজন, (ঘ) অনুমান, (ঙ) অনুমানের সাপেক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ, (চ) গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের ভবিষ্যতে নির্ভুল প্রয়োগ। সাধারণভাবে যে সকল বিষয়কে আমরা নির্দ্বিধায় বিজ্ঞান বলে থাকি, যেমন—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি, সেগুলির বৈশিষ্ট্য হল—

(১) বাস্তব ও প্রাকৃতিক ঘটনা বা পদার্থ নিয়ে আলোচনা করে।

(২) ঘটনাবলিকে একত্রিত করে তাদের কার্যকারণ সম্পর্ক (cause-effect relation) বিশ্লেষণ করে।

(৩) গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে সূত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে।

(৪) সেই সূত্রগুলি সর্বদেশে, সর্বকালে নির্ভুলরূপে প্রতিপন্ন হয়।

বিজ্ঞানের উপরোক্ত ধারণা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সমাজতত্ত্বের বিষয়, আলোচনা পদ্ধতি প্রভৃতির তুলনা করলে সমাজতত্ত্বের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক সমাজতত্ত্বকে যাঁরা বিজ্ঞান বলতে আগ্রহী, তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করে থাকেন।

▲ স্বপক্ষে যুক্তি :

(১) সমাজতত্ত্ব বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। কল্পনাপ্রসূত কোনো বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(২) মানব প্রকৃতি, মানবিক সম্পর্কসমূহ বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন প্রকারের হলেও এর মধ্যেও কোনো কোনো বিষয়ে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিন্নতা বা সামঞ্জস্যের সূত্র ধরে, তাকে ভিত্তি করেই সমাজতত্ত্ব সামান্যীকরণের (Generalisation) দিকে এগিয়ে যায়।

(৩) বিভিন্নস্থানে ঘটে যাওয়া সামাজিক ঘটনাবলির কার্যকারণ অনুসন্ধান সমাজতত্ত্বে করা হয়। সেই সঙ্গে সেইগুলির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়।

(৪) সমাজতত্ত্ব একই প্রকার সামাজিক ঘটনাবলি বা সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেই সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব ভবিষ্যতে অনুরূপ অবস্থায় নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা যায়। সমাজতত্ত্বের অনেক তত্ত্ব সর্বদেশে ও সর্বকালে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

(৫) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে যেমনভাবে গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়, আধুনিক সমাজতত্ত্বেও কোনো বিষয়াদি বিশ্লেষণে পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ বা সরেজমিন তদন্ত, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা প্রেরণ করে উত্তর জানা, সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অনুধ্যান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

(৬) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যেমনভাবে কোনো বিজ্ঞানী কোনো গবেষণা কার্য শুরু করে সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন, তেমনি সমাজবিজ্ঞানীগণও কোনো সামাজিক বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণের সময় তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অবদমিত করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

(৭) সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মানবসমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা। সেই জ্ঞান কতটা বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হল— কি হল না, তা দেখা সমাজতত্ত্বের কাজ নয়। এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

(৮) অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যেমন সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ আলোচনাক্ষেত্র আছে, তেমনি সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপক হলেও, এর একটি সীমারেখা আছে।

(৯) সমস্ত ভৌতবিজ্ঞানের বিষয়াদি গবেষণাগারে চার দেওয়ালের মধ্যে অনুশীলন করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে, জ্যোতির্বিদ্যা বা Astronomy-র কথা বলা যায়। জ্যোতির্বিদ্যার

বিষয়াদি যদি চার দেওয়ালের বাইরে থেকেও সেটি বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে, সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু চার দেওয়ালের বাইরে বলে, একে শুধুমাত্র এই কারণে "বিজ্ঞান নয়" বলা ঠিক নয়।

(১০) কোনো বিষয় সম্পর্কে যথাযথ, সুশৃঙ্খল, সুনিশ্চিত, সুসংহত, সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বলা হয়, তবে সমাজতত্ত্ব নির্দ্বিধায় একটি বিজ্ঞান।

সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্পর্কে **টম বটোমর** বলেছেন—সমাজতত্ত্বই হল প্রথম বিজ্ঞান। সমাজতত্ত্বকে তিনি **তথ্যভিত্তিক, অভিজ্ঞতা নির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ, বর্ণনাত্মক** ও ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। **অধ্যাপক গিডিংসও** সমাজতত্ত্বকে **'বাস্তব বিজ্ঞান'** রূপে অভিহিত করে এটিকে **তথ্যভিত্তিক, বিশ্লেষণমূলক,** ইতিহাসভিত্তিক ও **বর্ণনাত্মক** এক বিজ্ঞানরূপে দেখেছেন।

তবে, যে অর্থে রসায়ন শাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে গণ্য করা হয়, সেই অর্থে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা যায় না। সমালোচকগণ এই সিদ্ধান্তের অনুসরণে নানা যুক্তির অবতারণা করে থাকেন।

▲ বিপক্ষে যুক্তি ঃ

১। সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি একদিকে যেমন অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট, অন্যদিকে অনিশ্চিত, ব্যাপক ও জটিল। ফলে পরীক্ষাকার্য, গবেষণা, শ্রেণিবিভক্তকরণ অত্যন্ত কঠিন।

২। জড় পদার্থ সকল স্থানেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। ফলে তাদের গুণাগুণ সম্পর্কিত সামান্যীকরণ সূত্র (generalised law) সর্বদাই সঠিক। অন্যদিকে মানব প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। ফলে সামান্যীকরণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সবসময় নির্ভুল হয় না।

৩। একই ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ সর্বত্র একই ধরনের হয়ে থাকে। ফলে এর থেকে সাধারণসূত্র নির্দেশ করা সহজ হয়। অন্যদিকে একই প্রকার সামাজিক ঘটনাবলির কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হয়েই থাকে। ফলে সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠিত করা খুব একটা সহজ হয় না।

৪। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণাকার্য বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণাক্ষেত্র বাহ্যিক হওয়ায় তা অধিকাংশ সময় সমাজবিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ফলে সিদ্ধান্তে ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে।

৫। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু অপরিবর্তনীয়, সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু পরিবর্তনশীল। ফলে বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

৬। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পরীক্ষিত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজ বিজ্ঞানীর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অনেকাংশে আনুমানিক ও শর্তসাপেক্ষ।

৭। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী তার গবেষণাকার্যের সময় সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ থাকতে পারেন। গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণা কার্যের সময় নিরপেক্ষ থাকা সত্যিই কঠিন। প্রায়শই উপনীত সিদ্ধান্তে তার নিজস্ব মতামত মিশে থাকে।

৮। সমাজতত্ত্বে বিষয়বস্তুর গবেষণায় কোনো সর্বসম্মত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সৃষ্টি হয়নি। ফলে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত পদ্ধতি হল পরীক্ষা (Experiment).

৯। সমাজতত্ত্বে কোনো বিশেষ সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নীতি ও তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা ও গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন—বর্তমান সমাজে মার্কসবাদ না গান্ধিবাদ কোন্‌টি বেশি কার্যকরী, এ নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। কিন্তু ভৌতবিজ্ঞানে এ জাতীয় মতবিরোধ নেই।

১০। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণাকার্যে সঠিক পরিসংখ্যান গ্রহণ খুব সহজসাধ্য নয়, তাই নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্যিই কঠিন।

১১। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজতত্ত্বের মূল পার্থক্যটি হল—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বদাই অপরিবর্তনীয় ও নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়। অনুরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় এঁরা নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারেন। অন্যদিকে, সমাজতত্ত্ববিদের সিদ্ধান্তসমূহ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। এদের ভবিষ্যদ্‌বাণী সবসময় মেলে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অনুসন্ধিৎসা, অনুশীলন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত। তবে সামগ্রিক বিচারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে এর কিছু পার্থক্য থাকার কারণে বলা যায়, সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানসমূহের সমগোত্রীয়, কিন্তু বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়। একে আমরা **আবহবিদ্যা** (meterology) বা জ্যোতিষবিদ্যা (astrology)-র মতো **"অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান"** বলে অভিহিত করতে পারি।

ম্যাকাইভার ও পেজ এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"We cannot adopt the simpler solution of the physical sciences by keeping outside the realm of ethical valuations altogether. In a very important way these valuations, socially conditioned as they are, enter into our subject matter.." অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানীগণ তাঁদের আলোচনায় যেভাবে নীতিগত মূল্যায়ন সম্পূর্ণ বর্জন করে সমস্যার সমাধান করেন, আমরা (সমাজতাত্ত্বিকগণ) তা পারি না। গুরুত্বপূর্ণভাবে এই সকল মূল্যায়ন, যা সমাজ নির্ণীত, আমাদের (সমাজতত্ত্বের) বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

অধ্যাপক রেবেকা সুলতানার মতে, প্রকৃতপক্ষে সমাজবিজ্ঞানী সমাজের নৈতিক দিক এর মূল্যবোধ উপেক্ষা করতে পারেন না। সামাজিক মানুষ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বস্তু নয়, তার একটা বৃহত্তর মানবিক দিক আছে। সমাজবিজ্ঞানও একটি মানবিক বিজ্ঞান। যখন যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় তারও একটা বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। তবে বহুক্ষেত্রে এ মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক, তখন তা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নয়, এজন্যই মানবিক বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোর মতো বস্তুনির্ভর, নৈর্ব্যক্তিক, সুনিশ্চিত, নিখুঁত ও অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। সামাজিক পরিবর্তন, দেশকালের বিভিন্নতা, সভ্যতার প্রলেপ, সমাজবিজ্ঞানের বহু সিদ্ধান্তকেই আপেক্ষিক করেছে।

১.৫ আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Scope of Sociology) :

মানুষ সামাজিক জীব। প্রয়োজনের তাগিদে এবং সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই মানুষ সমাজ গড়ে তোলে। আবির্ভাবের প্রথম অবস্থা থেকেই মানুষ দলবদ্ধ। এই দলবদ্ধতাই হল সমাজসৃষ্টির মূল ভিত্তি। সমাজতত্ত্বের আলোচনার মূল সোপানই হল আমাদের এই সমাজ। সমাজ গড়ে ওঠে বিভিন্ন মানুষ ও তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক নানাবিধ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। মানবজীবনকে ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হলে, অবশ্যই তার সমাজজীবনকে ভালোভাবে জানতে হবে। সমাজতত্ত্বের আলোচনার মুখ্য বিষয়ই হল মানুষের সমাজবদ্ধতা ও মানুষের বহুবিধ বিচিত্র প্রকৃতির সামাজিক সম্পর্কসমূহ। যাবতীয় সামাজিক ঘটনা অর্থাৎ সমাজে সংঘটিত সবকিছুই সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

সমস্ত বিষয়েই তার একটা নির্দিষ্ট আলোচনাক্ষেত্র লক্ষ্য করা যায় এবং সেক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের আলোচনাটি সার্থক ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়টি এত ব্যাপক যে, কোনো একজনের পক্ষে সংক্ষিপ্তভাবেও এর অনুশীলন খুব সহজ নয়। সমাজতত্ত্ব একটি নবীন ও উন্নতিশীল বিষয়। প্রথম অবস্থায় এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপকভাবে নির্ণীত হত। মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম ও সব রকমের সামাজিক সম্পর্ক সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য করা হত। এ প্রসঙ্গে **অধ্যাপক** বিদ্যাভূষণ ও **সচদেব** মন্তব্য করেছেন—".....Sociology studies everything and anything under the sun." একই ভাবে এর বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাকে মাথায় রেখে **ক্যালবারটন** (V.F. Calberton) তাঁর Sociology গ্রন্থে বলেছেন—"Since sociology is so elastic a science, it is difficult to determine where its boundaries begin and end, where sociology becomes social psychology and where social psychology becomes sociology, or where economic theory become sociological doctrine or biological theory becomes sociological theory something, which is impossible to decide." কালক্রমে দেখা যায়, এই রকম ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসর সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের পক্ষে অনুকূল নয়। কেউ কেউ সমাজতত্ত্বের পরিধি নির্দিষ্ট করে সমাজ জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে পড়েন।

যাইহোক, সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত, যা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর হলেও যথার্থ বিচারে এর নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র আলোচনাক্ষেত্র আছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত নিয়ে মোটামুটি দুটি মতবাদ তৈরি হয়েছে।

১। **বিশ্লেষাত্মক মতবাদ বা the specialistic বা the formalistic school :** যাঁরা মনে করেন সমাজ জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে বিশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু (Conception of sociology as a clearly defined specialism.)

২। **সংশ্লেষাত্মক মতবাদ বা the synthetic school :** যাঁরা মনে করেন, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান (যেমন—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজদর্শন, মনোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি) যে সব বিষয় আলোচনা করে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। (The view of sociology as a synthesis of all social sciences.)

❑ বিশ্লেষাত্মক মতবাদ (The specialistic or the formalistic school) :

এই মতবাদে বিশ্বাসী সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, সমাজতত্ত্বের আলোচনাকে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বহুবিধ পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা এবং এই বিচিত্র সম্পর্কের তাৎপর্য বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকাই শ্রেয়। এই মতবাদের প্রবক্তা ও সমর্থকগণ হলেন জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ **জর্জ সিমেল (George Simmel), আলফ্রেড ফিয়ারফাণ্ড (Alfred Vierkandt), ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber), অধ্যাপক ভন উইজে (Von Wiese), স্মল (Small) ফার্ডিনেণ্ড টনিজ (Tonnies)** প্রমুখ।

সিমেল ও অন্যান্যরা মনে করেন, সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ ও স্বাধীন সামাজিক বিজ্ঞান তাই এই বিষয়টির বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ। সমাজতত্ত্বের উচিত তার বিষয়বস্তুকে শুধুমাত্র মানসিক সম্পর্কসমূহের অনুশীলনের মধ্যেই নির্দিষ্ট রাখা। সমাজস্থ মানুষের আন্তঃক্রিয়া (interaction) বিশ্লেষণ করে আন্তঃক্রিয়াগুলিকে বিভিন্ন জাতিরূপে (forms or types) ভাগ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তাঁদের মতে, সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন আন্তঃক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রতিযোগিতা, অধীনতা, শ্রমবিভাগ প্রভৃতি আর্থনীতিক, রাজনীতিক, ধর্মীয়, নৈতিক আন্তঃক্রিয়াগুলি সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। সমাজতত্ত্ব একটি সুনির্দিষ্ট সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে এগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ফর্মে বা জাতিরূপে ভাগ করে থাকে।

ফিয়ারফাণ্ডের মতে, আমাদের সামাজিক জীবন যে সব মানসিক বৃত্তির ওপর নির্ভরশীল সেই বৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তাঁর মতে, সমাজতত্ত্বে ভারতীয় সমাজ বা ফরাসি সমাজের একমাত্র তাৎপর্য হল সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বতন্ত্র উদাহরণ হিসাবে। এই দুই সমাজের সমাজ বন্ধনের পশ্চাতে কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি কাজ করে অথবা এই দুই সমাজের স্থিতি ও গতি কি কি প্রকার মানসিকতার ওপর নির্ভর করে, তা সমাজতত্ত্বের আলোচ্য।

ভন উইজের মতে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক দুটি মৌল মানসিক প্রকাশ দ্বারা প্রভাবিত। একটি সংযোগকারী (Associative) যেমন—খাপ খাওয়ানো, সমন্বয় আনয়ন প্রভৃতি ; অন্যটি বিয়োগকারী (dissociative) যেমন—প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। তাঁর মতে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

ফার্ডিনেণ্ড টনিজ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুসারে সমাজকে সম্প্রদায় (Gemeinschaft বা community) ও সমিতি (Gesellschaft বা association) এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

টনিজের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সামাজিক শৃঙ্খলার একটি বন্ধপরিকর রূপ। এদিক দিয়ে তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা হব্‌স্-এর সমগোত্রীয়। প্রাক শিল্প যুগে সমাজ বলতে সম্প্রদায়কে বোঝাতো। শিল্প সম্প্রসারণের ফলে কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজ ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং নগরসমাজ ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতি নানা প্রকার আচার-ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। নগরসমাজ সমিতি প্রধান। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার সমিতি গড়ে ওঠে। টনিজ এই পরিবর্তনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে সম্প্রদায়

সংঘ— এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ **ম্যাক্স ওয়েবার** সামাজিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করাই সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্যবলে মনে করে থাকেন।

বিশ্লেষাত্মক মতবাদে বিশ্বাসী সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মতামত অনুযায়ী, সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় সামাজিক সম্পর্কসমূহের একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট দিক অনুশীলন। স্বভাবতই এই ধরনের আলোচনা **বস্তুনিরপেক্ষ** বা **বিমূর্ত** (Abstract)। এঁরা পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের বাহ্যিক রূপের ওপরই বিশেষভাবে জোর দেন।

❑ সমালোচনা (Criticism) :

বিশ্লেষাত্মক মতবাদকে নানাদিক থেকে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। এগুলি হল—

১। বিশ্লেষাত্মক মতবাদ সমাজতত্ত্বের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ করে তোলে।

২। মানবসমাজ হল একটি অখণ্ড ও সামগ্রিক বিষয়। সমাজতত্ত্বে খণ্ডিত সমাজ নয়, গোটা সমাজকে একক ধরে নিয়ে আলোচনাই যুক্তিযুক্ত এবং এ জাতীয় প্রয়োজন থেকেই সমাজতত্ত্ব নামক নূতন বিষয়টির উৎপত্তি। ফলে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সমগ্র সমাজকে না নিয়ে শুধুমাত্র তার কিছু বিশেষ দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে, সেই আলোচনা যে শুধুমাত্র অসম্পূর্ণ-ই হবে তা নয়, অর্থহীনও হবে।

৩। জিন্‌স্‌বার্গের মতে, পটভূমি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বিমূর্ত আলোচনা অর্থহীন। "প্রতিযোগিতা"—এই সামাজিক আন্তঃক্রিয়াটির শুধুমাত্র বিমূর্ত আলোচনা অর্থহীন হবে, যদি প্রতিযোগিতা সৃষ্টির বিভিন্ন বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি বা পটভূমি হিসাবে আলোচনা না করা হয়।

৪। সমাজতত্ত্বই একমাত্র সামাজিক বিজ্ঞান নয়, যা সামাজিক সম্পর্ক সমূহকে আলোচনা করে। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহও সামাজিক সম্পর্ককে আলোচনা করে।

৫। সমস্ত সামাজিক বিজ্ঞানসমূহেরই আলোচনার অন্যতম বিষয় মানুষ। তাই প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটির যোগসূত্র আছে। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে সমাজতত্ত্বের বিশুদ্ধ, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আলোচনা একটি অসম্ভব প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়।

❑ সংশ্লেষাত্মক মতবাদ (The synthetic school) :

এই মতবাদে বিশ্বাসী সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, সমাজের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কার্যকলাপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। সমাজ বিষয়টি জৈব না হলেও, যান্ত্রিক নয়। কারণ সমাজ নানা প্রকার মানসিক বন্ধনের দ্বারা সংশ্লিষ্ট। অতএব, অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশ পৃথকভাবে আলোচনা করলেও, এই ধরনের খণ্ডিত ও আংশিক আলোচনাগুলিকে একসঙ্গে যোগ করে সামগ্রিকভাবে সমাজকে আলোচনা করলে, তবেই সমাজের ও সমাজজীবনের অখণ্ড চিত্রটি প্রকাশ পাবে। এঁদের মতে, সমাজতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য সমাজের সামগ্রিক রূপ তুলে ধরা ও বিশ্লেষণ করা এবং সেই কারণেই প্রয়োজন বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে একত্রে সংশ্লেষিত করে আলোচনা করা (Synthesis of social sciences)। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনই

সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এভাবেই অনুধাবন করা যাবে সমাজজীবনের অখণ্ডতার তাৎপর্য। এই মতবাদের প্রবক্তা ও সমর্থকগণ হলেন **এমিল ডুরখেইম (Emile Durkheim), হবহাউস (L.T. Hobhouse), মরিস জিন্‌স্‌বার্গ (Morris Ginsberg), পিরিতিম সরোকিন (Piritim Sorokin)** প্রমুখ।

এমিল ডুরখেইম সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—

✪ (ক) **সামাজিক অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Social morphology) :** ভৌগোলিক অবস্থান, লোকসংখ্যার আয়তন ও ঘনত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলো সমাজগঠনে কি ধরনের বা কতটুকু প্রভাব ফেলে তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

✪ (খ) **সামাজিক শারীরবৃত্ত (Social physiology) :** সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আচার ব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা।

✪ (গ) **সাধারণ সমাজতত্ত্ব (General Sociology) :** সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলির (social facts) মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা, থাকলে সেগুলির থেকে সাধারণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা (formulation of general laws) করা।

মরিস জিনসবার্গ সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—

✪ (ক) **সামাজিক অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Social morphology) :** জনসংখ্যার পরিমাণ ও প্রকৃতি, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্গত।

✪ (খ) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) :** সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা এর অন্তর্গত।

✪ (গ) **সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Processes) :** বিভিন্ন প্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া, যেমন—সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, আত্তীকরণ, উপযোজন, পৃথকীকরণ প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

✪ (ঘ) **সামাজিক নিদানশাস্ত্র (Social Pathology) :** বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যাদি যেমন—দারিদ্র, ভিক্ষাবৃত্তি, বেকারত্ব, অপরাধ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রভৃতি এর অন্তর্গত।

হবহাউসের মতে, সমাজের বিভিন্ন অংশের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের একত্রীকরণ সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

মূলত সমাজের অংশ বিশেষের বিশ্লেষাত্মক আলোচনা ও গোটা সমাজের সংশ্লেষাত্মক আলোচনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কোনো অংশকে সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণের সময় তার অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করে আলোচনা করলে তা যেমন অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনই বিভিন্ন অংশের সম্যক আলোচনা না করলে গোটা সমাজের আলোচনাও সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই দুটি মতবাদই পরস্পরের পরিপূরক। দুই ধরনের আলোচনা একই সাথে চললে সমাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ সম্ভব, সেক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের আলোচনা আরও সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে।

বাস্তবিকই সমাজতত্ত্বের আলোচনা ভীষণই ব্যাপক। সমাজ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদিই এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত সমাজতত্ত্বে যে সব বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে সেগুলি নিম্নরূপ—

(১) সমাজ ঃ এর স্বরূপ ও কাঠামো (Society : nature & structure)—মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, সমাজ গঠনে ব্যক্তির ভূমিকা প্রভৃতি।
(২) সংস্কৃতি (Culture)—এর ধারণা, উপাদান, ব্যক্তি-সমাজ ও সংস্কৃতি।
(৩) সামাজিক সংগঠন (Social organisation)—সংঘ, জনসম্প্রদায়, পরিবার ইত্যাদি।
(৪) সামাজিক গোষ্ঠী (Social groups).
(৫) ব্যক্তির সামাজিকীকরণ (Socialisation of man)
(৬) সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া (Social processes)
(৭) সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institutions)
(৮) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social control)
(৯) সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social Stratification)
(১০) সামাজিক সমস্যাদি (Social problems)
(১১) সামাজিক পরিবর্তন (Social change)
(১২) সমষ্টিগত আচরণ (Collective behaviour)
(১৩) সামাজিক অসংগঠনসমূহ (Social disorgainsations)
(১৪) সামাজিক মতবাদ ও চিন্তাভাবনা (Social theories and thoughts)
(১৫) সমাজতত্ত্বের গবেষণাপদ্ধতি (Social methodology) ; প্রভৃতি আরও অগণিত বিষয়।

সমাজতত্ত্ব যেহেতু একটি নবীন ও উন্নতিশীল বিষয়, বর্তমানে এই বিষয়টির অনেক শাখার উৎপত্তি হয়েছে এবং সেই তালিকাটি ক্রমবর্ধমান। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শাখা হল—

(১) ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব (Historical sociology)
(২) জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব (Sociology of knowledge)
(৩) আইনের সমাজতত্ত্ব (Sociology of Law)
(৪) সামাজিক বা মানবিক বাস্তুতন্ত্র (Social or human ecology)
(৫) শিক্ষার সমাজতত্ত্ব (Sociology of education)
(৫) রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব (Political sociology)
(৭) অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব (Economic sociology)
(৮) পেশার সমাজতত্ত্ব (Sociology of occupation)
(৯) গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব (Rural sociology)
(১০) নগর সমাজতত্ত্ব (Urban sociology)
(১১) ধর্মের সমাজতত্ত্ব (Sociology of religion)
(১২) শিল্প সম্পর্কিত সমাজতত্ত্ব (Industrial sociology)
(১৩) শিল্পের সমাজতত্ত্ব (Sociology of Art)

(১৪) চিকিৎসার সমাজতত্ত্ব (Medical sociology)

(১৫) অপরাধবিদ্যা ও শাস্তিবিদ্যা (Criminology & Penology)

(১৬) সমষ্টিগত আচরণের সমাজতত্ত্ব (Sociology of collective behaviour)

(১৭) জনমত ও জনসংযোগের সমাজতত্ত্ব (Sociology of communication and opinion)

(১৮) সামাজিক মনোবিদ্যা (Social Psychology)

(১৯) সামাজিক মনস্তত্ত্ব (Sociology of Psychiatry)

(২০) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমাজতত্ত্ব (Sociology of international relation...

এবং এছাড়া আরও প্রায় ২২টি শাখা। এই কারণে বলা হয়ে থাকে, Its scope i... becoming wider and wider to encompass all the realms of man's social li...

১.৬ সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ (Origin and Development of Sociology)

বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাকৃতিক শক্তির সা... সংগ্রাম করে এসেছে। প্রথমদিকে তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে সে এই সকল প্রাকৃতি... শক্তিকে ভয় করত। ক্রমে ক্রমে সে প্রাকৃতিক শক্তিকে জানার ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চে... চালিয়েছে। ফলস্বরূপ উৎপত্তি হয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের। অন্যদিকে সে ত... সমাজব্যবস্থা ও সমাজজীবনের নানাদিক নিয়ে অনেক আগে থেকে ভাবনা চিন্তা করলে... সেই অনুসন্ধান কখনোই শুধুমাত্র সমাজকে নিয়ে হয়নি। শুধুমাত্র সমাজ ও সমাজে নানাবি... সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। অবশে... ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁত ১৮৩৯ সালে সমাজতত্ত্ব নামক বিষয়টির জন্ম দেন। ত... বলা হয়ে থাকে, ১৮৩৯ সালে এর উৎপত্তি হলেও সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার বী... প্রোথিত ছিল অনেক আগে থেকেই।

যদিও বলা হয়ে থাকে, সমাজতত্ত্বের উৎপত্তির ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়, তা... দেখা যায় যে, মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন তার সমাজবদ্ধতা, সামাজিক চরিত্র, সামাজি... সম্পর্ক প্রভৃতি অসংখ্য সামাজিক বিষয়াদিতে মনোনিবেশ করেছে ও তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষ... সক্ষম হয়েছে। প্রাচীনকালে এমন অনেক ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষাত্মক রচনা পাও... যায় যেখানে আমরা সমাজ সম্পর্কে নানা বিষয় খুঁজে পাই। তবুও তাদেরকে আম... সমাজতত্ত্ববিদ বলতে পারি না, কারণ তখন সমাজতত্ত্ব সৃষ্টিই হয়নি। এঁরা দার্শনিক, চিন্তাবি... আইন প্রণয়নকারী প্রভৃতি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এঁদের রচনা স্থান পেয়েছে ইতিহা... দর্শনে, রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের মতো বিষয়গুলিতে। মরিস্ জিনসবার্গ তাই যথার্থই মন্ত... করেছেন—Broadly it may be said that sociology has had a fourfold origi... in political philosophy, the philosophy of history, biological theories ... evolution and the movements for social and political reforms....'

প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের দার্শনিক, চিন্তাবিদ্, আইন প্রণয়নকারীগণের রচনা... তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। যাদের রচনায় এই সামাজিক চিন্তার প্রতিফল... ঘটেছে তাঁরা হলেন প্রাচীন ভারতের মনু ও কৌটিল্য, গ্রিসের প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রোমে... সিসেরো, চিনের কনফুসিয়াস প্রমুখ। এঁদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—মনুর মনুসংহি...